শ্রমিকদের ফর্ম পূরণে জটিলতা

আরিফুর রহমান খাদেম

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের শ্রম বাজারের বেশ চাহিদা ও সুনাম দুটোই আছে। যুগের পর পর যুগ আমাদের দেশের দক্ষ শ্রমিকরা তাদের শ্রম, মেধা ও দক্ষতার দ্বারা তা বারবার প্রমাণ করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। উন্নত জীবন-যাপন ও বিভিন্ন দেশে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সত্ত্বেও আমাদের দেশের শ্রমিকদের একটা বৃহৎ অংশ টিপসই-এর বেশি কিছু এখনও দিতে পারেন না। আবার কারো কারো মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাংলায় বা ইংরেজিতে সাধারণ ফর্ম পূরণ করতে পারেন না। মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, আরব আমীরাত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, মরিশাস ইত্যাদি দেশে বহির্বিশ্বে আমাদের দেশের শ্রম বাজারের একটা বিশাল অংশ কর্মরত আছে। বাংলাদেশের সাথে এ সমস্ত দেশের সরাসরি বা ট্রান্জিট ফ্লাইটগুলোতে প্রায় সব সময়ই এদের কাউকে না কাউকে দেখা যায়। আমি যখন সিডনি থেকে কুয়ালালামপুর, ব্যাংকক কিংবা সিঙ্গাপুর হয়ে ঢাকার পথে রওনা হই, তখন ওই সমস্ত দেশের এয়ারপোর্টে অথবা বিমান ছাড়ার পরপরই শ্রমিকদ্বয়ের কেউ কেউ কাস্টম্স/ইমিগ্রেশন ফর্ম নিয়ে হাজির হন তাদের ফর্মগুলো পূরণ করে দেয়ার জন্য। আমি একজন বাংলাদেশী বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরপরই তারা ফর্ম পূরণে সাহায্য চান। প্লেনের সিট যদি পাশে হয় তাহলেতো আর কথাই নেই।

এ ঘটনাটি যে শুধুই আমার সাথে হচ্ছে তা কিন্তু নয়। আমার মত যাকে পাচ্ছেন তারই শরণাপন্ন হচ্ছেন তারা। তাদেরকে সাহায্য করতে অনেকে এগিয়ে আসলেও কারো কারো কাছে বিষয়টি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন শ্রমিকের যেমন ফর্ম পূরণ জরুরী, তেমনি অন্যান্য সাধারণ যাত্রীদেরও কাজটি করতে হয়, যেহেতু সবাই বিমানের যাত্রী। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ কাজে সাহায্য নিতে কেউ কেউ নির্বোধের মত আচরণ করছেন। একজন সাধারণ যাত্রী হয়তো নিজের ফর্ম পূরণে ব্যস্ত, ঠিক সে মূহুর্তে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে বলা হল তার ফর্মটা ফিলাপ করার জন্য। আবার কেউ কেউ ফর্মের অংশ বিশেষ পূরণ করে নিয়ে আসে চেক করানোর জন্য। সেটা দেখে প্রথমে অনেকেই হয়তো ভাববেন তারা আপনার সাথে মজা করছে কি-না। ভুলের ধরনগুলো এইরূপঃ ফর্মে যাত্রার তারিখের জায়গায় লিখা হয়েছে নিজের জন্ম তারিখ, সার নেমের জায়গায় লিখেছে ফাস্ট নেম, গন্তব্যস্থানের জায়গায় হয়তো লিখেছে আরোহণের নাম, অকুপেশনে লিখেছে জন্মস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাদের এ সাধারণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দেখে আমার প্রায়ই মনে হয়, আমার দেশের অতি এ অসহায় লোকগুলো কতইনা পরনির্ভরশীল, কতভাবেইনা জানি তারা নিগৃহীত হচ্ছে। যে শ্রমিকরা

সাধারণ একটি ফর্ম পূরণে অন্যের সাহায্য নিচ্ছেন, প্রবাসে কাজ করার সময় তারা না জানি কতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। তাদের এ দুর্বলতার সুযোগ হয়তো দেশে বিদেশে অনেকেই নিচ্ছে। যখন বাংলাদেশীরা উন্নত দেশের শ্রম বাজারে বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হয়ে দাপটের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন, তখন অক্ষর জ্ঞানের অভাবে কিছু কিছু শ্রমিকদের ফর্ম পূরণের জটিলতা দেখে নিজেকে বেশ বেমানান মনে হয়।

এ ব্যাপারে আমি জনশক্তি ও প্রবাসে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক দেশের বাইরে পাঠানোর আগে তারা যেন আক্ষরিক জ্ঞানের কিছু পুঁজি নিয়ে প্রবাস জীবন কাটাতে পারেন, এর উপর হাতে কলমে কিছু ট্রেইনিং-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আরও ভূমিকা রাখতে পারেন বেসরকারি মালিকানধীন শ্রম রপ্তানিকারক এজেন্টগন।

arifurk2004@yahoo.com.au